আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিবেশ

International Financial Environment

৫

অর্থনৈতিক পরিবেশ বলতে সমস্ত বাহ্যিক অর্থনৈতিক বিষয়কে বোঝায়, যা গ্রাহক ও ব্যবসায়িকদের পণ্য এবং সেবা ক্রয়-বিক্রয়ের অভ্যাসকে প্রভাবিত করে। এই কারণগুলো বেশির ভাগ সময়ই প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে এবং এটি বড় আকারের (ম্যাক্রো) বা ছোট-আকারের (মাইক্রো) হতে পারে। তাই ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দিষ্ট বাজার বা শিল্পে প্রবেশ করার বা অন্য কৌশল অনুসরণ করার আগে অবশ্যই অর্থনৈতিক অবস্থা ভালোভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। এই অধ্যায়ে আপনি বৈদেশিক বিনিময় এবং আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার, আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা এবং আইএমএফ, বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ : বৈদেশিক বিনিময় ও আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার
পাঠ-৫.২ : আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা
পাঠ-৫.৩ : আইএমএফ, বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান

পাঠ-৫.১ বৈদেশিক বিনিময় ও আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার
Foreign Exchange and the Global Capital Market

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুদ্রা ও বৈদেশিক মুদ্রা কী, তা বলতে পারবেন;
- কীভাবে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়, তা বুঝতে পারবেন;
- বিশ্বব্যাপী মূলধনের কী কী বাজার আছে, তা জানতে পারবেন;
- আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ওপর বিশ্বব্যাপী মূলধনের বাজারগুলোর প্রভাব কী, তা বুঝতে পারবেন।

মুদ্রা ও বৈদেশিক মুদ্রা
Currency and Foreign Currency

সুনির্দিষ্টভাবে মুদ্রা বিনিময় করার একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি কোনো দেশে প্রচলনের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য বিনিময়ের মাধ্যম। মুদ্রা বিশেষত কাগজি নোট এবং কয়েনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। আরো সাধারণ অর্থে মুদ্রা একটি বিশেষত জাতির জন্য অর্থ ব্যবহারের ব্যবস্থা। এই সংজ্ঞা অনুসারে বাংলাদেশি টাকা, মার্কিন ডলার, ইউরো, জাপানি ইয়েন এবং পাউন্ড স্টার্লিং ইত্যাদি মুদ্রার উদাহরণ। এই বিভিন্ন মুদ্রা মূল্য সঞ্চয় হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে দেশগুলোর মধ্যে লেনদেনে ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি দেশের মুদ্রা সরকার দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়ে থাকে এবং প্রতিটি মুদ্রার স্বীকৃতি নির্দিষ্ট গণ্ডি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।

যেকোনো বিদেশি মুদ্রাকে বৈদেশিক মুদ্রা বলে। বৈদেশিক মুদ্রা একটি নির্দিষ্ট দেশ তার নিজস্ব মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে, যা পরে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য এবং মূলধন লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিদেশি মুদ্রার অ্যাকাউন্ট অন্য দেশের মুদ্রায় একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের উদ্দেশ্য
Purposes of the Foreign Exchange Market

বৈদেশিক মুদ্রার বাজার (বা এফএক্স বাজার) হলো মুদ্রা কেনাবেচার পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়াটির একটি মূল উপাদান হলো মূল্য নির্ধারণ করা বা আরো নির্দিষ্টভাবে মুদ্রা কেনা বা বিক্রি করার হার নির্ধারণ করা।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের প্রধানত চারটি ব্যবহার রয়েছে। তা নিম্নরূপ :

ক। মুদ্রা রূপান্তর (Currency Conversion)

মুদ্রার রূপান্তর হলো এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের ব্যবহারযোগ্য মুদ্রায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়া। বর্তমান বিনিময় হারের ভিত্তিতে মুদ্রা রূপান্তরিত হওয়ার পরে কোনো ব্যক্তি কম বা বেশি মান পেতে পারে। এটি কোনো দেশের মুদ্রার বর্তমান বিনিময় হার দেখে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

খ। মুদ্রা হেজিং (Currency Hedging)

কারেন্সি হেজিং আন্তর্জাতিক সমীকরণ, লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বিক্রয়ের মূল্যতে মুদ্রার ওঠানামার প্রভাব হ্রাস করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কারেন্সি হেজিং ডেরিভেটিভ কন্ট্রাক্ট নামেও পরিচিত। এটি আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গ। মুদ্রা আরবিট্রেজ (Currency Arbitrage)

আরবিট্রেজ এমন একটি ট্রেডিং কৌশলকে বোঝায়, যা আর্থিক বাজারে অনিয়মের সুযোগগুলো কাজে লাগায়। বৈদেশিক মুদ্রার আরবিট্রেজে এক বা একাধিক মুদ্রা জোড়ার মূল্যায়নে দামের ত্রুটিগুলো উত্থাপিত হতে পারে। এমন দামের ত্রুটিগুলো শনাক্তকরণ এবং তাদের সুবিধা গ্রহণের সাথে মুদ্রা আরবিট্রেজ পদ্ধতিটি জড়িত। আসলে মুদ্রা আরবিট্রেজের

সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো 'ঝুঁকিমুক্ত' লাভ, তবে এই ফলাফলটি অর্জনের ক্ষেত্রে সাধারণত বাণিজ্য কার্যকর করার সময় একটি নির্দিষ্ট ডিগ্রি ঝুঁকি নেওয়া জড়িত।

ঘ। মুদ্রা জল্পনা (Currency Speculation)
ভবিষ্যতে বেশি হারে মুদ্রা বিক্রির আশায় বৈদেশিক মুদ্রা কেনা এবং ধরে রাখার কাজই মুদ্রার জল্পনা। এটি বৈদেশিক বিনিয়োগের অর্থায়নের জন্য বা আমদানির জন্য অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে মুদ্রা কেনার বিপরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ
Determining Foreign Exchange Rates
বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ করার জন্য প্রথমে মুদ্রার বাজারদর নির্ধারণ করতে হয়।

মুদ্রার বাজারদর নির্ধারণ How to Quote a Currency)
মুদ্রার বাজারদর নির্ধারণ করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। সাধারণভাবে যখন মুদ্রার দর নির্ধারণ করা হয় তখন অন্য মুদ্রা কেনার জন্য এক মুদ্রার বিপরীতে কত মুদ্রা লাগবে, তা নির্দেশ করা হয়। এই দর নির্ধারণে দুটি উপাদান প্রয়োজন : ভিত্তি মুদ্রা এবং বাজারদর মুদ্রা। ভিত্তি মুদ্রা হলো সেই মুদ্রা, যা অন্য মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করা হয় এবং বাজারদর মুদ্রা হলো সেই মুদ্রা, যার বিনিময়ে অন্য মুদ্রা কেনা হয়।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বাজারদর নির্ধারণ (Direct Currency Quote and Indirect Currency Quote)
ভিত্তি মুদ্রা ও বাজারদর নির্ধারণ করার জন্য দুটি পদ্ধতি রয়েছে–আমেরিকান ও ইউরোপীয়। এই দুটি পদ্ধতি, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাজারদর হিসেবেও পরিচিত।

আমেরিকান পদ্ধতি, যা মার্কিন পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে বৈদেশিক মুদ্রার হার অন্য মুদ্রার এক ইউনিটের জন্য কত মার্কিন ডলার আদান-প্রদান করা যেতে পারে তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করা হয়। এখানে অ-মার্কিন মুদ্রাটি হলো ভিত্তি মুদ্রা। উদাহরণস্বরূপ, '১ পাউন্ড স্টার্লিং কিনতে ১.৫৬ মার্কিন ডলার প্রয়োজন।' এটিকে প্রত্যক্ষ বাজারদরও বলা হয়, যা বিদেশি মুদ্রার এক ইউনিটের বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রার দামকে বলে। ব্যবসায়ের জন্য যদি বৈদেশিক মুদ্রা কেনা দরকার হয় তাহলে তা বিদেশি মুদ্রার এক ইউনিট কেনার জন্য কত মার্কিন ডলার বিক্রি করতে হবে, তা জানতে হবে।
বিপরীতভাবে **ইউরোপীয় পদ্ধতিতে** বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার একটি মার্কিন ডলারের বিনিময়ে কয়টি অন্য মুদ্রা বিনিময় করা যায় এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত হয়। এখানে মার্কিন ডলার হলো ভিত্তি মুদ্রা। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপীয় পদ্ধতিতে পাউন্ড-ডলার বাজারমূল্য লেখা হয় ০.৬৪ পাউন্ড/মার্কিন ডলার। যদিও এটি ইউরোপের কারো পক্ষে প্রত্যক্ষ বাজারদর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি পরোক্ষ বাজারদর। পরোক্ষ পদ্ধতিতে বৈদেশিক মুদ্রা একটি পরিবর্তনশীল পরিমাণ এবং দেশীয় মুদ্রা এক ইউনিটে নির্দিষ্ট থাকে।
বর্তমান সময়ে সকল মুদ্রার বাজারদর জানার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাইটগুলো হলো : ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, ফিন্যানশিয়াল টাইমস বা বিশ্বাসযোগ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনো ওয়েবসাইট।

আন্তর্জাতিক মূলধন বাজারের সংজ্ঞা
Definition of International Capital Market
আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার হলো আর্থিক বাজার বা বিশ্ব আর্থিক কেন্দ্র, যেখানে শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার, মুদ্রা, হেজ ফান্ড, মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সিকিউরিটি ক্রয় ও বিক্রয় করা হয়। আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার বিভিন্ন দেশের মূলধন বাজারের গ্রুপ। তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অপরের সাথে জড়িত থাকে। আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য বিভিন্ন দেশের শেয়ার ও বন্ডের লেনদেনে সহায়তা করে থাকে।
আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো সরবরাহ করে :

- বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা; মুদ্রার স্থায়িত্ব রক্ষা; নিম্ন দাম ও কম ঝুঁকি এবং বৃহত্তর নমনীয়তার সুযোগ ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক মূলধন বাজারের প্রধান উপাদানসমূহ
Major Components of the International Capital Markets

আন্তর্জাতিক মূলধন বাজারের প্রধান দুটি উপাদান হলো :

১. আন্তর্জাতিক ইক্যুইটি বাজার;
২. আন্তর্জাতিক বন্ড বাজার।

১. আন্তর্জাতিক ইক্যুইটি বাজার (International Equity Markets)
যে বাজারে শেয়ার জারি করা হয় এবং লেনদেনগুলো বৈদেশিক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বা ওভার দ্য কাউন্টার মার্কেটের মাধ্যমে করা হয় তাকে আন্তর্জাতিক ইক্যুইটি বাজার বলে। এটি শেয়ারবাজার হিসেবেও পরিচিত। এটি একটি দেশের অর্থনীতির জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কারণ এটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে মূলধনের জোগান দেয় এবং বিনিয়োগকারীদের সম্ভাবনাযুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানে মালিকানা অর্জনে সহায়তা করে।

২. আন্তর্জাতিক বন্ড বাজার
(International Bond Markets)

বন্ড ঋণপত্রের সর্বাধিক সাধারণ রূপ। আন্তর্জাতিক বন্ড হলো ঋণের বাধ্যবাধকতা, যা একটি দেশে একটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা জারি করা হয়। সাধারণত এটি ইস্যুকারীর দেশের মুদ্রায় চিহ্নিত হয়। অন্য বন্ডগুলোর মতো এটি নির্দিষ্ট বিরতিতে সুদ প্রদান করে এবং পরিপক্বতার সময়ে তার মূল পরিমাণ বন্ডহোল্ডারের কাছে ফেরত দেওয়া যায়।

বন্ডের ধরন (Nature of Bond)
বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক বন্ড রয়েছে, যা নিম্নরূপ :

ক। বিদেশি বন্ড (Foreign Bond)

বিদেশি বন্ড হলো এমন একটি বন্ড, যা অন্য কোনো দেশের প্রতিষ্ঠান, সরকার বা সত্ত্বা দ্বারা বিক্রি হয় এবং যে দেশের মুদ্রায় এটি বিক্রি করা হয়, সেখানে ইস্যু করা হয়। এটি বৈদেশিক মুদ্রার সাথে সম্পর্কিত এবং এতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঝুঁকি রয়েছে। এই বন্ডের অনেক ক্রেতা এবং ইস্যুকারীরা ঝুঁকি হ্রাস করতে জটিল হেজিং কৌশল ব্যবহার করে। বিদেশি বন্ডগুলো সাধারণত যে দেশগুলোতে জারি হয় সে দেশের ঘরোয়া বন্ডগুলোর মতো একই নিয়ম ও নির্দেশিকার অধীনে থাকে।

খ। ইউরো বন্ড (Eurobond)

ইউরো বন্ড হলো এমন একটি বন্ড, যা দেশের বাইরে ইস্যু করা হয়। ইউরো বন্ড যে দেশগুলোতে বিক্রি হয় তাদের সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না এবং ফলস্বরূপ, ইউরো বন্ডগুলো আন্তর্জাতিক বন্ডের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়।

গ। বৈশ্বিক বন্ড (Global Bond)

বৈশ্বিক বন্ড হলো এমন একটি বন্ড, যা একসাথে বেশ কয়েকটি বৈশ্বিক আর্থিক কেন্দ্রে বিক্রি হয়। এটি একটি মুদ্রায় সাধারণত মার্কিন ডলার বা ইউরোতে চিহ্নিত হয়। একই সাথে বেশ কয়েকটি বাজারে বন্ড প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি তার জারি করা ব্যয় হ্রাস করতে পারে। এই বিকল্পটি সাধারণত উচ্চতর দরযুক্ত, ক্রেডিটযোগ্য এবং খুব বড় প্রতিষ্ঠানের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

ঘ। ইউরোকারেন্সি বাজার (Eurocurrency Markets)

ইউরোকারেন্সি একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজার, যা মার্কিন ডলার এবং অন্যান্য ইউরোপীয় মুদ্রায় দেশের বাইরে অবস্থিত ব্যাংকগুলোকে আমানত আকারে ঋণ দিয়ে থাকে। ইউরোকারেন্সি লেনদেনের প্রধান কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে লন্ডন, প্যারিস, ফ্রাংকফুর্ট, জুরিখ ও আমস্টারডাম। যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার মূলত এই কেন্দ্রগুলোতে লেনদেন করা হয়েছিল, তাই বাজারটিকে দীর্ঘ সময়ের জন্য ইউরো-ডলারের বাজার বলা হতো।

ঙ। অফশোর ফিন্যানশিয়াল সেন্টার (Offshore Financial Centers)

অফশোর ফিন্যানশিয়াল সেন্টারগুলোকে এমন একটি দেশ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা তার দেশীয় অর্থনীতি বা অর্থায়নকে ব্যাহত না করার লক্ষ্যে অনাবাসিকদের আর্থিক সেবা সরবরাহ করে। এই আর্থিক কেন্দ্রগুলো সাধারণত কর এড়ানোর জন্য হোল্ডিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রায়ই তারা কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য অবৈধভাবে ব্যবহৃত হয়।

সারসংক্ষেপ :

মুদ্রা বিনিময় করার একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি কোনো দেশে প্রচলনের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য বিনিময়ের মাধ্যম। মুদ্রা বিশেষত কাগজি নোট এবং কয়েনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। বৈদেশিক মুদ্রার বাজার (বা এফএক্স বাজার) হলো মুদ্রা কেনাবেচার পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়াটির একটি মূল উপাদান হলো মূল্য নির্ধারণ করা বা আরো নির্দিষ্টভাবে মুদ্রা কেনা বা বিক্রি করার হার নির্ধারণ করা। বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ করার জন্য প্রথমে মুদ্রার বাজারদর নির্ধারণ করতে হয়। মুদ্রার বাজারদর নির্ধারণ করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। ভিত্তি মুদ্রা হলো সেই মুদ্রা, যা অন্য মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করা হয় এবং বাজারদর মুদ্রা হলো সেই মুদ্রা, যার বিনিময়ে অন্য মুদ্রা কেনা হয়। আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার হলো আর্থিক বাজার বা বিশ্ব আর্থিক কেন্দ্র, যেখানে শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার, মুদ্রা, হেজ ফান্ড, মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সিকিউরিটি ক্রয় ও বিক্রয় করা হয়। আন্তর্জাতিক মূলধন বাজারের প্রধান দুটি উপাদান হলো আন্তর্জাতিক ইক্যুইটি বাজার ও আন্তর্জাতিক বন্ড বাজার।

পাঠ-৫.২ আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা
International Monetary System

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা কী, তা বুঝতে পারবেন;
- গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের সংজ্ঞা, সুবিধা-অসুবিধাগুলো কী, তা জানতে পারবেন;
- ব্রেটন উডস চুক্তি, সুবিধা, অসুবিধা এবং এটি ভেঙে যাওয়ার কারণগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- জামাইকা চুক্তি, 'জি' গ্রুপ এবং স্থির বিনিময় হার সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থার সংজ্ঞা
Definition of International Monetary System

আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা বলতে এমন একটি পদ্ধতিকে বোঝায়, যা বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজতর করার জন্য নিয়ম এবং মান গঠন করে। এটি পুনরায় মূলধন নির্ধারণ এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিনিয়োগকে সহায়তা করে। এটি সরকার এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে। আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থাটিকে আর্থিক পরিবেশের অপারেটিং সিস্টেমও বোঝায়, যা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক করপোরেশন এবং বিনিয়োগকারীদের নিয়ে গঠিত। আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা আন্তর্জাতিক অর্থ প্রদানের জন্য নিয়ম, পদ্ধতি নির্ধারণ, বিনিময় হার নির্ধারণ এবং মূলধন চলাচলের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সরবরাহ করে।

গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের সংজ্ঞা (Definition of Gold Standard)

গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হলো এমন একটি আর্থিকব্যবস্থা, যেখানে কোনো দেশের মুদ্রা বা কাগজের অর্থের সাথে স্বর্ণের সরাসরি মূল্য থাকে। গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের সাথে দেশগুলো কাগজি অর্থকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনায় রূপান্তর করে। গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করে একটি দেশ সোনার জন্য একটি দাম নির্ধারণ করে এবং সেই দামে স্বর্ণ কেনে ও বিক্রি করে এবং সেই স্থির মূল্য মুদ্রার মান নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বর্তমানে কোনো সরকার ব্যবহার করে না। ব্রিটেন ১৯৩১ সালে এর ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছিল।

গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের সুবিধা (The Advantages of the Gold Standard)

- গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের প্রধান সুবিধা হলো এটি স্থায়ী সম্পদের আর্থিক মূল্যকে সমর্থন করে;
- এটি অর্থনীতিতে একটি স্বনিয়ন্ত্রণকারী এবং স্থিতিশীল প্রভাব সরবরাহ করে;
- যেহেতু সোনার সরবরাহ সীমাবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত তাই দেশগুলো উচ্চ মূল্যস্ফীতি রাখতে পারে না।

গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের অসুবিধা (The Disadvantages of the Gold Standard)

- গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের প্রধান সমস্যা হলো একটি দেশের অর্থনীতির আকার এবং স্বাস্থ্য তার স্বর্ণ সরবরাহের ওপর নির্ভর করে;
- স্বর্ণের সীমিত সরবরাহের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি দায়বদ্ধ হতে পারে;
- স্বর্ণের মানদণ্ডে বিভিন্ন বিধি-বিধান পরিচালনার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলস্বরূপ দেশগুলো এমন অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করে, যা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

ব্রেটন উডস সিস্টেম (Bretton Woods System)

ব্রেটন উডসের আগে বেশির ভাগ দেশ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করেছিল। ব্রেটন উডসের পরে প্রতিটি সদস্য তার মুদ্রাকে সোনায় নয় বরং মার্কিন ডলারের বিনিময়ে রূপান্তর করতে সম্মত হয়। ব্রেটন উডস চুক্তিটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমস্ত মিত্র দেশগুলোর দ্বারা ১৯৪৪ সালের একটি সম্মেলনে তৈরি হয়েছিল। এটি নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসে সংঘটিত হয়েছিল। চুক্তির অধীনে দেশগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো তাদের মুদ্রা এবং ডলারের মধ্যে স্থিত বিনিময় হার বজায় রাখবে। যদি কোনো দেশের মুদ্রার মূল্য ডলারের তুলনায় খুব দুর্বল হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে ব্যাংক ওই দেশের মুদ্রাকে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে কিনে দেবে।

ব্রেটন উডস সিস্টেমের সুবিধা (Advantages of Bretton Woods System)

- ব্রেটন উডস সিস্টেমের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল শুধুমাত্র জাপান ব্যতীত;
- প্রতিটি শিল্পোন্নত দেশের জন্য মুদ্রাস্ফীতির হার গড়ে কম ছিল;
- মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি যেকোনো আর্থিক ব্যবস্থার চেয়ে বেশি ছিল;
- সুদের হার কম এবং স্থিতিশীল ছিল।

ব্রেটন উডস সিস্টেমের অসুবিধা (Disadvantages of Bretton Woods System)

- বছরজুড়ে ব্রেটন উডস সিস্টেম মূলধন চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপ করত এবং বিনিময় হারে অনমনীয়তা ছিল;
- ব্রেটন উডস যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। কারণ সোনার মজুদ হ্রাস পেয়ে ডলারের প্রতি আস্থা হ্রাস পেয়েছিল।

ব্রেটন উডস সিস্টেমের বিলুপ্তি (Collapse of Bretton Woods System)

মার্কিন ডলারের ওপর ভিত্তি করে একটি স্থির বিনিময় হার এবং আরো বেশি জাতীয় নমনীয়তা সত্ত্বেও ব্রেটন উডস চুক্তি ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়েছিল। আমেরিকান রপ্তানির চেয়ে আমেরিকানরা বেশি আমদানি করায় মার্কিন বাণিজ্য ভারসাম্য ঘাটতিতে পরিণত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের দিকে মার্কিন সোনার সরবরাহ প্রচলিত ডলারের সংখ্যায় কভার করার পক্ষে অপর্যাপ্ত ছিল বলে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড এম নিক্সন ডলারের রূপান্তরকে সোনায় রূপান্তর করার অস্থায়ী স্থগিতাদেশ ঘোষণা করেন। ১৯৭৩ সালের মধ্যে ব্রেটন উডস সিস্টেমটি ধসে পড়েছিল। দেশগুলো তখন তাদের মুদ্রার জন্য সোনার মূল্যের সাথে মূল্য নির্ধারণ করা ছাড়া যেকোনো বিনিময়ব্যবস্থা বেছে নিতে পারত।

ব্রেটন উডস সিস্টেমের পরবর্তী উপায় এবং অন্যান্য বিনিময় হারের প্রচেষ্টা

Post–Bretton Woods Systems and Subsequent Exchange Rate Efforts

ব্রেটন উডস যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একজন প্রধান আর্কিটেক্টস, কেইন প্রাথমিকভাবে বিনিময়ের প্রধান মুদ্রা হিসেবে ব্যাংকর নামক একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তৈরির প্রস্তাব করেছিলেন। তবে আমেরিকানরা ইউনিটাস নামে অন্য একটি কেন্দ্রীয় মুদ্রা তৈরির বিকল্প প্রস্তাব করেছিল। কোনো প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য হয়নি। মার্কিন ডলারই রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রিজার্ভ মুদ্রা একটি প্রধান মুদ্রা, যা অনেক দেশ এবং প্রতিষ্ঠান তাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অংশ হিসেবে ধারণ করে। রিজার্ভ মুদ্রাগুলো প্রায়ই বিশ্ব পণ্য এবং পরিসেবার মূল্যের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান রিজার্ভ মুদ্রারগুলো হলো মার্কিন ডলার, ইউরো, ব্রিটিশ পাউন্ড, সুইস ফ্র্যাংক এবং জাপানি ইয়েন। ব্রেটন উডস এবং স্মিথসোনিয়ান চুক্তির পতনের পরে বেশ কয়েকটি নতুন প্রচেষ্টা বিশ্বব্যবস্থাটি প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করেছিল। সর্বাধিক লক্ষণীয় আঞ্চলিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ইউরোপীয় মুদ্রাব্যবস্থা (ইএমএস) এবং একক মুদ্রা ইউরো তৈরি হয়েছিল।

জামাইকা চুক্তি (Jamaica Agreement)

১৯৭৬ সালে দেশগুলো নতুন আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা হিসেবে একটি ভাসমান বিনিময় হার সিস্টেমকে করার জন্য আনুষ্ঠানিক বৈঠক করে। জামাইকা চুক্তি বিনিময় হারের একটি পরিচালিত ভাসমান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে মুদ্রাগুলো একে অপরের বিনিময় হারগুলোতে মুদ্রাগুলো স্থিতিশীল করতে হস্তক্ষেপ করে।

'জি' গ্রুপের শুরু (The Beginning of G's)

১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে মার্কিন ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে যায়। এই বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা মোকাবেলার সমাধান নির্ধারণের জন্য ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বরে বিশ্বের বৃহত্তম পাঁচটি অর্থনীতি নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়েছিল। এই পাঁচটি দেশ ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই দেশগুলো গ্রুপ-৫ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল, জি-৫ ছিল সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৯৮৫ সালের চুক্তিটি প্লাজা অ্যাকর্ড নামে পরিচিত। কারণ এটি নিউ ইয়র্ক সিটির প্লাজা হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মার্কিন ডলারের মূল্য জোর করে ফোকাস দেওয়ার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাজারগুলো ডলারের মূল্যকে নিচে নামিয়ে দেয় এবং কেউ কেউ চিন্তিত ছিল যে এটি তখন খুব কম মূল্যেরও ছিল। জি-৫ আবার মিলিত হয়েছিল তবে এবার গ্রুপ অব সেভেন হিসেবে। ইতালি ও কানাডাকে যুক্ত করে এটি জি-৭ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। দেশগুলো বর্তমান ডলারের মূল্যায়নে সহায়তায় সম্মত হয়েছে। চলমান অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো মোকাবেলায় জি-৭ নিয়মিত বৈঠক করে। ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে আর্থিক সংকটের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ২০টি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জি-৭-এর সম্প্রসারণ করা হয়েছিল এবং মূলত উদীয়মান-বাজার দেশগুলো বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক আলোচনা এবং পরিচালনার মূল ক্ষেত্রে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল না বলে ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছিল। এটি এক দশক পরেও হয়নি, তবে জি-২০ কার্যকরভাবে জি-৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, যা মূল জি-৭ এবং রাশিয়ার সমন্বয়ে তৈরি হয়েছিল।

স্থির বিনিময় হার (Fixed Exchange Rates)

স্থির বিনিময় হারকে মাঝেমধ্যে পেগড রেটও বলা হয়। স্থির বিনিময় হার হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকার তার মুদ্রার মান বজায় রাখার চেষ্টা করে। অন্যভাবে সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেই মাধ্যমে অন্য মুদ্রার সাথে সম্পর্কিত তার মুদ্রার মান বজায় রাখার চেষ্টা করে, তাকে স্থির বিনিময় হার বলে। যদি মুদ্রার মান খুব বেশি পরিবর্তন হয়, তখন সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক হস্তক্ষেপ করে। ডলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সর্বাধিক লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বেশির ভাগ স্থির বিনিময় হার মার্কিন ডলারের সাথে যুক্ত করা হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্বব্যাংক তৈরি

(Creation of the International Monetary Fund and the World Bank)

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল স্থির হারের বিনিময়ব্যবস্থাটি পরিচালনা করা। এটি অবশেষে সরকারকে ঋণদানের মাধ্যমে অস্থায়ী বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা সংশোধন করতে সহায়তা করে। বিশ্বব্যাংকের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পুনর্গঠনে সহায়তা করা। উভয় প্রতিষ্ঠানই এই ভূমিকা পালন করে বিস্তৃত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করেছে।

সারসংক্ষেপ :

আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা বলতে এমন একটি পদ্ধতিকে বোঝায়, যা বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজতর করার জন্য নিয়ম এবং মান গঠন করে। গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হলো এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থা, যেখানে কোনো দেশের মুদ্রা বা কাগজের অর্থের সাথে স্বর্ণের সরাসরি মূল্য থাকে। ব্রেটন উডসের আগে বেশির ভাগ দেশ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করেছিল। ব্রেটন উডসের পরে প্রতিটি সদস্য তার মুদ্রাকে সোনায় নয় বরং মার্কিন ডলারের বিনিময়ে রূপান্তর করতে সম্মত হয়। ব্রেটন উডস সিস্টেমের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্রেটন উডস যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। কারণ সোনার মজুদ হ্রাস পেয়ে ডলারের প্রতি আস্থা হ্রাস পেয়েছিল। এর ফলে ১৯৭১ সালের দিকে মার্কিন সোনার সরবরাহ প্রচলিত ডলারের সংখ্যায় কভার করার পক্ষে অপর্যাপ্ত ছিল বলে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড এম নিক্সন ডলারের রূপান্তরকে সোনায় রূপান্তর করার অস্থায়ী স্থগিতাদেশ ঘোষণা করেন। ১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে মার্কিন ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে যায়। এই বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা মোকাবেলার সমাধান নির্ধারণের জন্য ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বরে বিশ্বের বৃহত্তম পাঁচটি অর্থনীতি নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়েছিল। এই পাঁচটি দেশ ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই দেশগুলো গ্রুপ-৫ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল, জি-৫ ছিল সংক্ষিপ্ত রূপ। স্থির বিনিময় হার হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকার তার মুদ্রার মান বজায় রাখার চেষ্টা করে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল স্থির হারের বিনিময়ব্যবস্থাটি পরিচালনা করা। বিশ্বব্যাংকের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পুনর্গঠনে সহায়তা করা।

পাঠ-৫.৩ আইএমএফ, বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান
IMF, World Bank and Other Financial Institutions

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আইএমএফ কী এবং এর ইতিহাস ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আইএমএফের সমালোচনাগুলো জানতে পারবেন;
- বিশ্বব্যাংকের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বিশ্বব্যাংকের বর্তমান ভূমিকা এবং বড় চ্যালেঞ্জ, সুযোগসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং এর কার্যাবলি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- জি-৮-এর গঠন এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- এডিবির গঠন এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আইডিবির গঠন এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা (আইএমএফ)
International Monetary Fund (IMF)

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্বায়ত্তশাসিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন দেশের মুদ্রামানের হ্রাস-বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করাই হলো এর প্রধান কাজ। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ২৯টি দেশ চুক্তিতে উপনীত হয়েছিল। এর সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন, ডিসি শহরে অবস্থিত। বিভিন্ন দেশের মুদ্রানীতি এবং মুদ্রামানের হ্রাস-বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম প্রধান কাজ। এপ্রিল ১২, ২০১৬ ইং পর্যন্ত ১৮৯টি রাষ্ট্র এই সংস্থার কার্যক্রমের আওতাভুক্ত।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য
(History and Purpose of IMF)

ব্রেটন উডস চুক্তির স্থপতি জন মেনার্ড কেইনস এবং হ্যারি ডেক্সার হোয়াইট এমন একটি প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করেছিলেন, যেখানে দেশগুলো তাদের নাগরিকদের একে অপরের কাছ থেকে পণ্য এবং সেবা কিনতে সক্ষম করার জন্য আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা, বিনিময় হার এবং আন্তর্জাতিক অর্থ প্রদানের বিষয়াদি তদারকি করবে। তারা আশা করেছিল যে এই নতুন বৈশ্বিক সত্ত্বা বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে এবং এর সদস্য দেশগুলোর বাণিজ্যকে বাধা দেয়, এমন বিনিময় সীমাবদ্ধতা দূর করতে উৎসাহিত করবে। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৪৫ ডিসেম্বরে ১৯টি সদস্য দেশ নিয়ে আইএমএফ গঠিত হয়। বর্তমানে ১৮৭টি দেশ আইএমএফের সদস্য; ২৪টি দেশ এর নির্বাহী বোর্ডে প্রতিনিধিত্ব করে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :

- একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তার প্রচার করা, যা আন্তর্জাতিক আর্থিক সমস্যাগুলোর জন্য পরামর্শ এবং সহযোগিতার জন্য সাহায্য করে;
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ও সুষম বিকাশের সুবিধার্থে এবং এর মাধ্যমে উচ্চস্তরের কর্মসংস্থান এবং আসল আয়ের উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণে এবং সকল সদস্যের উৎপাদনশীল সম্পদের বিকাশে অবদান রাখা;
- বিনিময় স্থিতিশীলতা প্রচার, সদস্যদের মধ্যে সুশৃঙ্খল বিনিময়ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং প্রতিযোগিতামূলক বিনিময় হ্রাস এড়ানো;
- সদস্যদের মধ্যে বর্তমান লেনদেনের ক্ষেত্রে এবং বৈদেশিক মুদ্রার সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে বহুমুখী অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা;

- পর্যাপ্ত সুরক্ষার অধীনে তহবিলের সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলো অস্থায়ীভাবে তাদের নিকট প্রদানের মাধ্যমে সদস্যদের আত্মবিশ্বাস অর্জন করা;
- জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সমৃদ্ধির ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন না করে তাদের অর্থ প্রদানের ভারসাম্যজনিত সমস্যাগুলো সংশোধন করার সুযোগ প্রদান করা;
- অবশেষে সদস্যদের অর্থ প্রদানের সময়কাল এবং আন্তর্জাতিক ভারসাম্যহীনতার ডিগ্রি হ্রাস করা।

আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি আইএমএফ সদস্য দেশগুলোকে কার্যকর নীতি, বিশেষত অর্থনৈতিক, আর্থিক এবং ব্যাংকিং নীতি ও বিধিমালা তৈরি এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে।

আইএমএফের সমালোচনাসমূহ

Criticismsof IMF

আইএমএফ বহু উন্নয়নশীল দেশকে আর্থিক চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে ও স্থিতিশীল আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করে। আইএমএফের সমালোচক এবং এর সমর্থক উভয়ই রয়েছে। এই সমালোচনাগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

- আইএমএফের ঋণের শর্তগুলো ভালোর চেয়ে বেশি ক্ষতি করে;
- আইএমএফ পরিস্থিতি নির্বিশেষে প্রায়ই একই অর্থনৈতিক নীতিমালার পক্ষে যুক্তি দেয়;
- আইএমএফ সামরিক একনায়কতন্ত্রকে সমর্থন করে এবং জাতীয় নীতি-নির্ধারণের ক্ষমতা হরণ করে;
- আইএমএফের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব রয়েছে।

বিশ্বব্যাংক (World Bank)

বিশ্বব্যাংক (World Bank) একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ এবং অনুদান প্রদান করে। বিশ্বব্যাংকের অনুষ্ঠানিক লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন। এটি সারা বিশ্বের ১৮৯টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত।

সংগঠনটির আর্টিকেলস অব অ্যাগ্রিমেন্ট (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯ সালে এই সংশোধনীটি কার্যকর হয়) অনুযায়ী বৈদেশিক বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেকে সহজতর করা এবং পুঁজির বিনিয়োগ নিশ্চিত করা–এই দুটি উদ্দেশ্য হবে বিশ্বব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান নিয়ামক। দুটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিশ্বব্যাংক গঠিত : পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) আর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (International Development Association, IDA)। বিশ্বব্যাংক বিশ্বব্যাংক গ্রুপের মোট চারটি সদস্যের মধ্যে একটি। অন্য তিনটি প্রতিষ্ঠান হলো আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্স করপোরেশন (International Finance Corporation, IFC), মিগা (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) ও আইসিএসআইডি (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID)।

বিশ্বব্যাংকের ইতিহাস (History of World Bank)

১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডস নামক স্থানে জাতিসংঘ মুদ্রা ও অর্থবিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আর সেই সম্মেলনে দুটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় : আইএমএফের পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক বা বিশ্বব্যাংক। এই সম্মেলনে আরো অনেক দেশের প্রতিনিধিত্ব থাকলেও দর-কষাকষিতে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সুস্পষ্ট প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহ্যগতভাবে আইএমএফের প্রধান নির্বাচিত হন ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে আর বিশ্বব্যাংকের প্রধান নির্বাচিত হন যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

বিভিন্ন সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংক ১৯৮৯ সালের শুরুর দিকে বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন ও এনজিওকে তার কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা শুরু করে। মন্ট্রিল প্রটোকলের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানটি একটি বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করে, যার উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশে ওজোনস্তরের ক্ষতিসাধন কমিয়ে আনা। ২০১৫ সালের মধ্যে ওজোনস্তরের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক

পদার্থ নিঃসরণ ৯৫% কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এর পর থেকে তথাকথিত 'ছয় কৌশলগত পটভূমি'-এর মধ্যে থেকে বিশ্বব্যাংক পরিবেশ রক্ষার সাথে সাথে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি চালিয়ে যায়। যেমন ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাংক ঘোষণা করে যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঠ কাটা বা পরিবেশের ক্ষতি করে, এমন স্থাপনা নির্মাণের জন্য প্রতিষ্ঠানটি কোনো অর্থায়ন করবে না। ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য মহামারি মোকাবেলায় বিশ্বব্যাংক বিশ্বব্যাপী টিকাদান ও সরবরাহ কার্যক্রম শুরু করে। ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠানটি 'এইডসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ঘোষণা করে এবং ২০১১ সালে স্টপ টিউবারকিউলোসিস পার্টনারশিপে যোগ দেয়। ঐতিহ্যগতভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মধ্যকার অলিখিত সমঝোতা অনুযায়ী বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোনীত ব্যক্তিবর্গ নির্বাচিত হন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। প্রথা ভেঙে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২৩ মার্চ ২০১২ সালে বিশ্বব্যাংকের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিক জিম অং কিমের নাম ঘোষণা করেন। ১৬ এপ্রিল, ২০১২ সালে দাপ্তরিকভাবে কিমকে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। গত ৫ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্বব্যাংকের ২৫ সদস্যের নির্বাহী পর্ষদ ডেভিড ম্যালপাসকে বিশ্বব্যাংকের ১৩তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে। গত ৯ এপ্রিল ২০১৯ থেকে ম্যালপাস আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বব্যাংকের দায়িত্ব পালন করছেন।

বিশ্বব্যাংকের উদ্দেশ্য (Purposes of World Bank)

বিশ্বব্যাংকের বর্তমান প্রাথমিক ফোকাস ছয়টি কৌশলগত থিমকে কেন্দ্র করে :

- **দরিদ্রতম দেশগুলো :** দারিদ্র্যতা হ্রাস এবং দরিদ্রতম দেশগুলোতে, বিশেষত আফ্রিকায় টেকসই বৃদ্ধি।
- **ভঙ্গুর অবস্থাসম্পন্ন দেশসমূহ :** ভঙ্গুর রাষ্ট্রগুলোর বিশেষ চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধান করা।
- **মধ্যম আয়ের দেশ :** মধ্যম আয়ের দেশগুলোর জন্য উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি অর্থায়নের সাথে বিকাশের সমাধান।
- **বৈশ্বিক পণ্য :** জলবায়ু পরিবর্তন, সংক্রামক রোগ, বাণিজ্য ইত্যাদির মতো জাতীয় সীমানা অতিক্রমকারী আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক ইস্যুগুলোকে সম্বোধন করা।
- **আরব বিশ্ব :** আরব বিশ্বে বৃহত্তর উন্নয়ন ও সুযোগ সৃষ্টি।
- **জ্ঞান ও শেখা :** বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের পক্ষে সমর্থন করার জন্য সেরা জ্ঞান অর্জন করা।

বিশ্বব্যাংকের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

(Major Challenges of World Bank)

আইএমএফের মতো বিশ্বব্যাংকের সমালোচক ও সমর্থক উভয়ই রয়েছে। নিউ আমেরিকান নেশন এবং নিউ ইয়র্ক টাইমসের এনসাইক্লোপিডিয়া অনুসারে বিশ্বব্যাংক নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্য মূলত সমালোচিত, যথা :

- প্রশাসনিক অক্ষমতা;
- অদক্ষ বা দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোকে পুরস্কৃত করা বা সহায়তা করা;
- স্থানীয় উদ্যোগের চেয়ে বড় প্রকল্পগুলোতে মনোনিবেশ করা;
- তত্ত্ব এবং অনুশীলনের নেতিবাচক প্রভাব;
- জি-৭ দেশের আধিপত্য।

বিশ্বব্যাংকের সুযোগ ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি

(Opportunities and Future Outlook of World Bank)

বিশ্বব্যাংকের সমালোচক যেমন সোচ্চার, তেমনি এর সমর্থকও সোচ্চার। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এবং দারিদ্র্যতা হ্রাস করতে বিশ্বব্যাপী প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নয়ন প্রকল্পে অংশ নেওয়ার জন্য বিশ্বব্যাংক অনেক প্রশংসিত। বিশ্বব্যাংকের বর্তমান মনোযোগ দেশসমূহকে ২০০০ সালে মিলেনিয়াম সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) অর্জনে সহায়তা করা। যা ২০১৫ সালের মধ্যে জাতিসংঘের সমস্ত সদস্য রাষ্ট্র এবং ২৩টি আন্তর্জাতিক সংস্থা অর্জনে সম্মত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চরম দরিদ্রতা হ্রাস করা, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা, এইডসের মতো মহামারি রোগগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং উন্নয়নের জন্য একটি বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব বিকাশ।

বিশ্বব্যাংক নিম্নলিখিত চারটি মূল বিষয়ের ওপর নজর দিয়েছে :

১। স্বচ্ছতা বৃদ্ধি;
২। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামাজিক বিষয়গুলো প্রসারিত করা;
৩। দেশগুলোর প্রতিযোগিতা এবং ক্রমবর্ধমান রপ্তানির উন্নতি করা এবং
৪। বিবিধ শিল্পে দক্ষতা বৃদ্ধি ও বেসরকারি খাতকে লাভবান করা।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা

World Trade Organization, WTO

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (WTO) হলো একমাত্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যা বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যের নিয়ম নিয়ে কাজ করে। এর কেন্দ্রস্থলে WTO চুক্তি রয়েছে। এই চুক্তিটি আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বের বেশির ভাগ ব্যবসায়ী দেশগুলোর দ্বারা স্বাক্ষরিত হয় এবং তাদের সংসদে অনুমোদিত হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো বৈদেশিক বাণিজ্য যতটা সম্ভব সাবলীল ও অবাধে করা যায়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কার্যাবলি

Functions of the World Trade Organization

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কার্যাবলিগুলো হলো :

- WTO বাণিজ্য চুক্তি পরিচালনা করা;
- বাণিজ্য আলোচনার জন্য ফোরাম করা;
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিরোধ পরিচালনা করা;
- জাতীয় বাণিজ্যনীতি পর্যবেক্ষণ করা;
- উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং
- অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করা।

জি-৮ (G-8)

জি-৮ তথা গ্রুপ অব এইট বিশ্বের আটটি শিল্পোন্নত দেশের একটি অর্থনৈতিক বলয়। এর পূর্বসূরি যথাক্রমে জি-৬ (গ্রুপ অব সিক্স) এবং জি-৭ (গ্রুপ অব সেভেন)। ফ্রান্সের উদ্যোগে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের ৬টি দেশ যথা ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র মিলে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বলয় জি-৬ গঠিত হয়। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে এই বলয়ে কানাডার যোগদানের মধ্য দিয়ে এটি জি-৭-এ পরিণত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া যোগ দিলে এটি জি-৮-এর বর্তমান রূপ লাভ করে। জি-৮-এ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব আছে, কিন্তু এটি জি-৮-এর সদস্য নয়। প্রতিবছর জি-৮ রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রপ্রধানরা বার্ষিক সম্মেলনে মিলিত হন। একইভাবে তাঁদের অর্থমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পরিবেশমন্ত্রীগণও বার্ষিক সম্মেলনে একত্র হন। ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, জার্মানি, জাপান, ইতালি ও কানাডা–এই ক্রমানুসারে জি-৮-এর সম্মেলনস্থল এবং সভাপতিত্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে। সভাপতি-রাষ্ট্র সম্মেলনের কর্মসূচি ও মন্ত্রিসভার বৈঠকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীকালে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য পাঁচটি উন্নয়নশীল দেশকে 'আউটরিচ ফাইভ' নামে জি-৮-এ অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। এই পাঁচটি দেশ হচ্ছে ব্রাজিল, গণচীন, ভারত, মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এই দেশগুলো জি-৮-এর সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে থাকে, যাকে সাধারণত জি-৮+৫ বলা হয়। ২০১৪ সালের ক্রিমিয়া সংকটে রাশিয়ার সংশ্লিষ্টতার কারণে ২০১৪ সালের ২৪ মে রাশিয়াকে জি-৮ থেকে বাদ দেওয়া হয়। এখন তাই এই জোটটি জি-৭ নামে পরিচিত।

জি-৮-এর গঠন ও কার্যক্রম (Structure and Functionof G-8)

কাঠামোগত দিক দিয়ে জাতিসংঘ কিংবা বিশ্বব্যাংক প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মতো জি-৮-এর কোনোরূপ প্রশাসনিক কাঠামো নেই। এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোনো স্থায়ী সচিবালয় কিংবা কার্যালয় নেই। এর নেতৃত্ব চক্রাকারে প্রতিবছর সদস্য দেশগুলোর প্রধানের হাতে অর্পিত হয়। প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে এ নেতৃত্ব পরিবর্তন হয়। মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠক এবং সরকারপ্রধানদের বৈঠক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব সভাপতি-রাষ্ট্র পালন করে। ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্টও সম্মেলনে অংশ নেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকে অভ্যন্তরীণ, বৈশ্বিক সমস্যাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার বিষয়গুলোর মধ্যে স্বাস্থ্য, আইনের প্রয়োগ, শ্রম, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, জ্বালানি, পরিবেশ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিচারব্যবস্থা, সন্ত্রাস ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অন্যতম।

জি-৮-এর উদ্দেশ্য (Purposes of G-8)

অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সংকট ব্যবস্থাপনা, বৈশ্বিক সুরক্ষা, শক্তি ও সন্ত্রাসবাদের মতো বৈশ্বিক ইস্যুর আলোচনার লক্ষ্য নিয়ে জি-৮ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বা এডিবি (Asian Development Bank, ADB)

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ইংরেজি : Asian Development Bank, ADB) বা এডিবি আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক হিসেবে ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরো দ্রুত, বেগবান ও সহজ করাই হলো ব্যাংকটির মূল উদ্দেশ্য।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ইতিহাস (History of ADB)

জাতিসংঘের এশীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (সাবেক ইউএনএসকেপ) সদস্য এবং অন্য উন্নত দেশগুলোর সমন্বয়ে ব্যাংকটি গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ব্যাংকের সদস্যসংখ্যা ছিল ৩১টি। ২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ তারিখ পর্যন্ত ৬৭টি দেশ এর সদস্য। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ এডিবির সদস্যপদ লাভ করে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের গঠনতন্ত্র (Structure of ADB)

বিশ্বব্যাংকের প্রায় সমরূপ ধাঁচে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সদস্যভুক্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ওপর নির্ভর করে ভোট প্রদানের সীমারেখা নির্ধারিত করা হয়েছে। ব্যাংকের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারক হিসেবে ১২ সদস্যের বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। পর্যায়ক্রমে তারা পরিচালক ও সহকারী পরিচালক নির্বাচিত করে থাকে। তন্মধ্যে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে ৮ জন এবং বহির্বিশ্ব থেকে ৪ জন অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্যাংকের তিনটি তহবিল রয়েছে। যথা :
এশীয় উন্নয়ন তহবিল; বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিশেষ তহবিল ও কারিগরি সাহায্য তহবিল।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যালয় (Office of ADB)

বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়। তিনি পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হিসেবে ব্যাংক পরিচালনা করে থাকেন। প্রেসিডেন্ট ৫ বছর সময়কালের জন্য নিযুক্ত হন। প্রয়োজনে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হতে পারেন। সচরাচর এবং সর্বোবৃহৎ মালিকানার অধিকারী বিধায় জাপানিরাই এর প্রেসিডেন্ট হয়ে থাকেন। এডিবির সদর দপ্তর ফিলিপাইনে অবস্থিত।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্য (Purposes of ADB)

প্রথমত, এর উদ্দেশ্য হলো সদস্য দেশগুলোকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করা। সুতরাং এটি দরিদ্রতা হ্রাস এবং দেশের উন্নয়নে তাদের সহায়তা করে;
দ্বিতীয়ত, সদস্য দেশগুলোকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে যেতে সহায়তা করা;

তৃতীয়ত, তাদের উদ্দেশ্য হলো মানব বিকাশকে সমর্থন করা। তা ছাড়া এটি পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুরক্ষায় বিশ্বাসী; পরিশেষে তারা নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করে এবং এবং সমাজে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করে।

ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক বা আইডিবি (Islamic Development Bank, IDB)

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) (ইংরেজি : Islamic Development Bank, IDB একটি বহুমুখী উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত। এটি ইসলামী সহযোগিতা প্রতিষ্ঠানের অর্থমন্ত্রী ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যাংকটি ১৯৭৫ সালের ২০ আগস্ট বাদশাহ ফয়সালের বিশেষ অনুপ্রেরণায় আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। ৫৬টি সদস্য রাষ্ট্র এই ব্যাংকের অংশীদার। মুহাম্মদ বিন ফয়সাল আল সৌদ আইডিবির সাবেক সভাপতি ছিলেন। মুসলিম সদস্য রাষ্ট্র ও অসদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আরো বেশি সহযোগিতা করার জন্য আইডিবি ২২ মে, ২০১৩-এর অনুমোদিত মূলধন তিন গুণ বাড়িয়ে প্রায় ১৫০ বিলিয়ন ডলার করে। ব্যাংকটি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন রেটিং প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সর্বোচ্চ ক্রেডিট রেটিং এএএ অর্জন করে চলেছে। পরিশোধিত মূলধনের ওপর ভিত্তি করে প্রধান অংশীদারগণ হলো :
সৌদি আরব (২৬.৫%); লিবিয়া (১০.৭%); ইরান (৯.৩২%); মিসর (৯.২২%); তুরস্ক (৮.৪১%); সংযুক্ত আরব আমিরাত (৭.৫৪%); কুয়েত (৭.১১%); পাকিস্তান (৩.৩১%); আলজেরিয়া (৩.৩১%); ইন্দোনেশিয়া (২.৯৩%)।

আইডিবি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবেও কাজ করে।

ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্য (Purposes of Islamic Development Bank, IDB)

ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল তাদের সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতিতে তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করে ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও আর্থিক উন্নয়নে সহায়তা করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রচারে সহায়তা করার লক্ষ্যে অ-সদস্য দেশগুলোতে মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন করা।

ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্যপদ (Membership of IDB)

বর্তমানে ৫৭টি দেশ ব্যাংকটির সদস্য। ব্যাংকটির সদস্য হওয়ার মূল শর্ত হলো সদস্যপদপ্রার্থী দেশটিকে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) সদস্য হতে হবে। এ ছাড়া ব্যাংকটির মূলধনের জোগানে অবদান রাখতে হবে এবং আইডিবির নীতি-নির্ধারক বোর্ডের সমস্ত শর্ত গ্রহণ করতে হবে।

আইডিবি গ্রুপ (IDB Group)

আইডিবি গ্রুপ ৫টি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি), ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (আইআরটিআই), বেসরকারি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ইসলামী সহযোগিতা (আইসিডি), বিনিয়োগ ও রপ্তানি সক্ষমতায় ইনস্যুরেন্সের জন্য ইসলামী সহযোগিতা (আইসিআইইসি) এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যবসা ও অর্থনৈতিক করপোরেশন (আইটিএফসি)।

আইডিবির কিছু সফল কার্যক্রম (Some Notable Activities of IDB)

মালির গাও সেতু নির্মাণ;
উত্তর-পূর্ব আজারবাইজানে খানার্ক খালের সম্প্রসারণ;
ইয়েমেনে সড়কের আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা ও ডিজাইন;
এ ছাড়া আইডিবি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। ব্যাংকের সদস্য রাষ্ট্র ও অ-মুসলিম দেশগুলোর মুসলিম সম্প্রদায়ের মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য ব্যাংকের ফান্ডের মাধ্যমে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

সারসংক্ষেপ :

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্বায়ত্তশাসিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন দেশের মুদ্রামানের হ্রাস-বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করাই হলো এর প্রধান কাজ। আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি আইএমএফ সদস্য দেশগুলোকে কার্যকর নীতি, বিশেষত অর্থনৈতিক, আর্থিক এবং ব্যাংকিং নীতি ও বিধিমালা তৈরি এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে। আইএমএফ বহু উন্নয়নশীল দেশকে আর্থিক চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে ও স্থিতিশীল আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করে। আইএমএফের সমালোচক এবং এর সমর্থক উভয়ই রয়েছে। বিশ্বব্যাংক (World Bank) একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ এবং অনুদান প্রদান করে। বিশ্বব্যাংকের বর্তমান প্রাথমিক ফোকাস ছয়টি কৌশলগত থিমকে কেন্দ্র করে। বিশ্বব্যাংকের সমালোচক যেমন সোচ্চার, তেমনি এর সমর্থকও সোচ্চার। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এবং দরিদ্রতা হ্রাস করতে বিশ্বব্যাপী প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নয়ন প্রকল্পে অংশ নেওয়ার জন্য বিশ্বব্যাংক অনেক প্রশংসিত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (WTO) হলো একমাত্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যা বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যের নিয়ম নিয়ে কাজ করে। জি-৮ তথা গ্রুপ অব এইট বিশ্বের আটটি শিল্পোন্নত দেশের একটি অর্থনৈতিক বলয়। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সংকট ব্যবস্থাপনা, বৈশ্বিক সুরক্ষা, শক্তি ও সন্ত্রাসবাদের মতো বৈশ্বিক ইস্যু নিয়ে আলোচনার লক্ষ্য নিয়ে জি-৮ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ইংরেজি : Asian Development Bank, ADB) বা এডিবি আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক হিসেবে ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরো দ্রুত, বেগবান ও সহজ করাই হলো ব্যাংকটির মূল উদ্দেশ্য। ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) (ইংরেজি : Islamic Development Bank, IDB একটি বহুমুখী উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত। ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল তাদের সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতিতে তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করে ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও আর্থিক উন্নয়নে সহায়তা করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রচারে সহায়তা করার লক্ষ্যে অ-সদস্য দেশগুলোতে মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন করা।

রেফারেন্স বইসমূহ

- Charles W. L. Hill (2007), International Business : Competing in the Global Marketplace (6/e) McGraw-Hill Higher Education.
- Richard M. Hodgetts, Fred Luthans, and Jonathan P. Doh, International Management : Culture, Strategy and Behavior, (6/e), Tata McGraw-Hill Publishing Company, New Delhi.
- Helen Deresky, International Management : Managing Across Borders and Cultures, (4/e), Prentice-Hall of India Pvt. Ltd. New Delhi.

ইউনিট-উত্তর মূল্যায়ন

১. মুদ্রা ও বৈদেশিক মুদ্রা কাকে বলে এবং কীভাবে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়? ব্যাখ্যা করুন।
২. বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা করুন।
৩. আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার কাকে বলে এবং আন্তর্জাতিক মূলধন বাজারের প্রধান উপাদান কী কী? বর্ণনা করুন।
৪. 'কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে তাদের মুদ্রার মূল্য সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে।'–এই বিবৃতিটির সমালোচনা করুন।
৫. বৈদেশিক মুদ্রার হার কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?
৬. 'বৈদেশিক মুদ্রা বাণিজ্য সীমাবদ্ধকরণ দীর্ঘ মেয়াদে আর্থিক সমস্যাগুলো প্রতিরোধ করবে।' বিবৃতিটি আলোচনা করুন।
৭. সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কেন বিশ্ব মূলধনের বাজার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে? আপনি কি মনে করেন যে এই বৃদ্ধি পরবর্তী দশক ধরে অব্যাহত থাকবে? কেন বা কেন নয়?
৮. আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে বিশ্ব মূলধন বাজারগুলোর প্রভাব কী?
৯. বিদেশি এক্সচেঞ্জের বাজারে কারা অংশ নেয়?
১০. আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে বৈদেশিক এক্সচেঞ্জের লেনদেনগুলো কীভাবে নিষ্পত্তি হয়?
১১. কেন বিশ্বব্যাপী বেশির ভাগ আন্তঃব্যাংক মুদ্রা বাণিজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলারে জড়িত?
১২. আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা কাকে বলে এবং এর ভূমিকা ও উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।
১৩. গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের সুবিধা-অসুবিধাগুলো আলোচনা করুন এবং এটি ভেঙে যাওয়ার কারণ কী?
১৪. ব্রেটন উডস সিস্টেম কী? এর সুবিধা-অসুবিধাগুলো আলোচনা করুন এবং এটি ভেঙে যাওয়ার কারণ কী?
১৫. আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থার মিশন কী এবং সময়ের সাথে কীভাবে এটি বদলেছে?
১৬. জামাইকা চুক্তি, 'জি' গ্রুপ এবং স্থির বিনিময় হার সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১৭. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা (আইএমএফ) কী এবং এর ইতিহাস, উদ্দেশ্যসহ এর সমালোচনাগুলো আলোচনা করুন।
১৮. বিশ্বব্যাংকের ইতিহাস, উদ্দেশ্যসহ এর প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো ব্যাখ্যা করুন।
১৯. আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে বর্তমান সম্পর্ক কীভাবে সময়ের সাথে তা বদলেছে? তাদের কাজগুলো কি ওভারল্যাপ করে?
২০. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সাথে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের সম্পর্ক কী?
২১. আইএমএফের নীতিগুলো থেকে কীভাবে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো উপকৃত হতে পারে?
২২. যে দেশগুলোর অনেক ঋণ আছে তাদের সহায়তা করার জন্য আইএমএফের দৃষ্টিভঙ্গি কী?
২৩. আইএমএফের কর্মসূচিগুলো কীভাবে কর্মীদের ওপর প্রভাব ফেলে?
২৪. জি-৮-এর গঠন ও কার্যক্রম বর্ণনা করুন।
২৫. এডিবির গঠন ও কার্যক্রম বর্ণনা করুন।
২৬. আইডিবির গঠন ও কার্যক্রম বর্ণনা করুন।